ছিটে ফোঁটা - ৬

মানুষেরা প্রায়ই দেখি আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করে 'মানুষই মানুষ চিনতে করে ভুল!' কিজানি, হয়ত করে। মনের এত যে অন্ধি সন্ধি, তাকে খুজে বের করা কি এত সোজা! কে পারে? কার কোন মতলব, কে উচ্ছন্নে গেল, কে আখের গোছালো, কে দেখে? উচ্চতর হলেইবা কি! বড় অদরকারী ঠেকে।

দেখি, একবছর কাল ভালোবাসে। জনমভর ঘৃনা করে। সেই এক মানুষইতো! তবু খায়-দায়। জড়িয়ে ঘুমায়! কি সহবত! মাথার সাথে চুলের মতই লেগে থাকে সংসারে। অনিবার্য। প্রশংসায় ভেজে। হিংসায় পোড়ে। জীভের তলায় মজে থাকে কর্কশ মিথ্যা। সময়ে ঝেড়ে দেয় নিব্বিকার। আহা কি অন্ধকারে বেঁচে থাকা! আবেগ বিবেক বলতে নেই। উষ্ণতাইবা কোথায়?

অথচ এ শহরে হাত বাড়ালে না পাওয়া যায় কি? দেদারে মেলে খাদ্য খানা। নেশা ভাং। মৌজ মাস্তি। বারো মাস আরাম। তার চেয়ে সস্তায় মেয়ে মানুষ। ওই যে 'ঝাক্কাস' না 'বোম্বাট' কি জানি কয়! অমন। ফেলানো ছড়ানো। চুপচাপ দেখি শহরের বুক জুড়ে কেবল চুনীলালের হাজারটা ফাঁদ। দেখি দলবাজদের উদোম নির্লজ্জ কারবার। মাঝখান থেকে কেবল সময়ের দামটা হু হু করে বেড়ে যায়।

প্রায়ই বাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি। হা ঘুম! কি যে বদভ্যাস! মাঝে মাঝে এমন হয় যে কন্ডাক্টর ছেলেটা না ডাকলে উঠিইনা। ক্লান্ত থাকি এটা সত্য। তবু লোকজনের মধ্যে, ঘাম গরমের মধ্যে বেহুশের মত হা করে ঘুমাচ্ছি- এটা ভাবতেওতো লজ্জা করে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। ঘুমাচ্ছি এবং পাশের জনের উপর থেকে থেকে পড়েও যাচ্ছি।

দু' এক সময় দেখি অনেকটা পথ দৌড়ে এসেও কেউ কেউ চলতি বাসটা ধরতে পারেনা। ভ্রুক্ষেপ না করে বাস তার আগেই চলে যায়। তখন বড় একটা শ্বাস ফেলে, হয়রান হয়ে যাওয়া সেই মানুষ। ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকায়। এদিক ওদিক। কি করবে ঠিক বুঝতে পারেনা। হেরে যাওয়া মুখ। অসহায় হাসি। দেখে কেন জানি বড় মায়া হয়। মানুষের অক্ষমতা টের পাই প্রতি পদে পদে। মামুলী কষ্ট। তবু মনে মনে সামিল হই সেই পরাজিতের সাথে। এই সহমর্মিতার কোন কারন নাই। এমনই।

দোতলা বাসগুলো ভারী ইন্টারেস্টিং লাগে। বসতে পারলে জমিয়ে শহর দেখি। খোলা জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকে সেই দেখাদেখি খুব বাড়িয়ে দেয়।

এরমধ্যে একদিন বাস থেকে নামতে নামতে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। কন্ডাক্টরের ফারামগেটে। জ্বরটা একটু বেশীই ছিল। ব্যাগ বুকে চেপে কোনমতে নেমেই যারে বলে ঢলে পড়ে গেলাম। দুনিয়া অন্ধকার। ব্যাগের ভিতর পুরো মাসের বেতন। মধ্যবিত্তের সেকেন্ড ব্লাড। জ্ঞান ফিরে এল। দেখলাম মাথা মুখ ভেজা। পাশে পড়ে থাকা ব্যাগ। খোলার সাহস হলোনা। শক্তিও নাই। চারপাশে অচেনা মানুষ। আর তাদের উদ্বিগ্ন চোখ। নিঃস্বার্থ, আপন দৃষ্টি! এই চোখ আমার বড় চেনা। চাওয়ার চাইতে বেশী মানুষের এই ভালোবাসায় মরমে মরেছি অনেকবার। তাদের অতি সহানুভূতিও জ্বালিয়ে মারে কখনও কখনও। তবু কেন জানি শুধু এই কারনেই আমার বেশী দিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। আর ঠিক এই একই কারনে তাদের সম্পর্কে বেশী একটা জানতেও ইচ্ছে করেনা । ভয় করে। বেশী জানলে মানুষকে শেষ পর্যন্ত আর বোঝা যায়না বলে। অথচ আশ্চর্য এই যে, মানুষ কেন জানি বোঝার চাইতে জানতেই চায় বেশী।

ডালিয়া নিলুফার
প্রাবন্ধিক